বাংলাদেশ সম্পর্কে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের আগাম মূল্যায়ন ভুল

২০০৮-০৯ জিডিপি প্রবৃদ্ধি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী ভুল প্রমাণিত : চলতি বছরের ঘটনা একই হবে : ইউরোপেও প্রতিষ্ঠান দুটির সমালোচনা হচ্ছে

অর্থনৈতিক রিপোর্টার ঃ অর্থনৈতিক পরিস্থিতি গবেষণা ও বিশ্লেষণ করে আগাম ধারণা দেয়ার ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) দিন দিন পিছিয়ে পড়ছে। এই দাতা সংস্থাগুলোর ভবিষ্যদ্বাণীতে এখন আর ভরসা করছে না কেউ। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল সংস্থা দুটি তা ইতিমধ্যে ভুল প্রমাণিত হয়েছে। ২০০৯-১০ অর্থবছর সম্পর্কে যে প্রজ্ঞাপন করেছে তাও ভুল প্রমাণিত হবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। এছাড়া বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে এই সংস্থা দুটোকে এড়িয়ে চললেই সহজে এগিয়ে যাওয়া যাবে বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা। আমেরিকা ও ইউরোপে মুক্তবাজার অর্থনীতির বেসামাল পরিস্থিতিতে বিশ্বব্যাপী সমালোচিত হচ্ছে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ। বিশ্ব নেতারা বলছেন, এই প্রতিষ্ঠান দুটো একটি স্বার্থান্বেষী মহলের সুবিধার কথা চিন্তা করেই গবেষণা ও বিশ্লেষণ করে। সম্প্রতি ইউরোপীয় একটি দেশের প্রধানমন্ত্রী বিশ্বব্যাংকের ব্যাপক সমালোচনা করেছেন। বাংলাদেশের অর্থনীতিবিদরা বলছেন, এসব প্রতিষ্ঠানের দক্ষতার ব্যাপক অভাব রয়েছে। ভরসা করার মত গবেষণা ও বিশ্লেষণ ক্ষমতা তাদের নেই। কিন্তু আর্থিকভাবে শক্তিশালী হওয়ায় তারা সরকার ম্যানেজ করতে পারছে। বিআইডিএস'র গবেষণা পরিচালক ড. জায়েদ বখত বলেছেন, বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ'র স্থানীয় পরিস্থিতি বিষয়ক জ্ঞান সীমিত। অর্থনীতিবিদ আনু মোহাম্মাদও মনে করেন, এসব প্রতিষ্ঠান গুরুত্বের সাথে কাজ করে না। আর যারা এসব প্রতিষ্ঠানে কাজ করে তাদেরও বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের অভাব রয়েছে।

বৈশ্বিক মন্দা চরমভাবে প্রতিফলিত হওয়ার পর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সম্পর্কে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ ভিন্ন ভিন্ন ধারণা দেয়। বিশ্বব্যাংক তাদের এক গবেষণায় বলেছে, ২০০৮-০৯ অর্থবছরে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি হবে সাড়ে ৪ শতাংশ। আইএমএফ বলেছে, ৫ শতাংশ বা তার কাছাকাছি হবে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি। এছাড়া ২০০৯-১০ অর্থবছরেও মন্দার কারণে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি কমে যাবে বলে ওই দুটি সংস্থার প্রক্ষেপণে বলা হয়েছে। কিন্তু এসব প্রক্ষেপণকে ভ্রান্ত প্রমাণ করে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হয়েছে প্রায় ৬ শতাংশ। ২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেটে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধির যে পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে তা বাস্তবায়িত হলে প্রবৃদ্ধি আরও বাড়বে। বৈশ্বিক মন্দা মোকাবেলায়ও সরকারের ব্যাপক পরিকল্পনা রয়েছে। ২০০৪ সালে আইএমএফ এক গবেষণায় বলেছিল, বাংলাদেশের তৈরী পোশাক শিল্প আর এগুতে পারবে না। এ শিল্পের বাজার শেষ হয়ে এসেছে। তাদের এই ধারণাকে ভুল প্রমাণ করে দেশের তৈরী পোশাক শিল্প বিশ্বের নতুন নতুন বাজারে প্রবেশ করেছে। বেড়েছে এ খাতের প্রবৃদ্ধি। ব্যাপক মন্দা মোকাবেলা করে এখনও বাজারে টিকে আছে বাংলাদেশের তৈরী পোশাক। এ বিষয়ে তৈরী পোশাক শিল্পের অন্যতম সংগঠন বিজিএমইএ'র সাবেক সভাপতি আনোয়ারুল আলম চৌধুরী পারভেজ ইনকিলাবকে বলেছেন, আইএমএফ বা বিশ্বব্যাংক তাদের নিজেদের মত করে প্রক্ষেপণ করে। কোন অবস্থাতেই তাদের পরামর্শ বা ভবিষ্যদ্বাণীর ওপর নির্ভর করা ঠিক নয়।

অর্থনীতিবিদরা বলেছেন, বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে আইএমএফ বা বিশ্বব্যাংকের মত তথা কথিত দাতা সংস্থার পরামর্শ দরকার নেই। বিশ্ব প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিয়ে প্রতিযোগী দেশগুলোর সাথে সমন্বয় করে পদক্ষেপ নিলেই বিশ্ববাণিজ্যে বাংলাদেশ টিকে থাকবে। সস্তা ও দক্ষ শ্রমিক, প্রাকৃতিক পরিবেশসহ বাংলাদেশের অনেক এডভানটেজ রয়েছে। যা অন্যান্য দেশের নেই। এখন শুধু অবকাঠামো, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের উন্নয়ন করতে হবে। এজন্য অবশ্য বাংলাদেশের বৈদেশিক ঋণ নেয়ার দরকার নেই। অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা থেকেই এ অর্থের যোগ দেয়া সম্ভব। বাংলাদেশের দরকার বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা। এজন্য অবশ্য রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির উন্নয়ন এবং আমলাতান্ত্রিক জটিলতা দূর করতে হবে। আর এসব করতে আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংকের সহায়তার দরকার নেই।

অর্থনীতিবিদ আনু মোহাম্মাদ বলেছেন, সমাজে একটা মিথ তৈরী হয়েছে যে, বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ হচ্ছে সব জ্ঞানের ভাণ্ডার। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা হচ্ছে এসব প্রতিষ্ঠান প্রচুর ভুল তথ্য দেয় এবং ভুল বিশ্লেষণ করে। বিশ্বের কোথাও তাদের বিশ্লেষণ কাজে আসছে না। বৈশ্বিক মন্দা ও এশিয়ান মন্দা তার বড় প্রমাণ। তিনি বলেন, দাতাগোষ্ঠী আগে থেকেই জানে যে সরকার তাদের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ গ্রহণ করবে। এজন্য এরা সিরিয়াসলি কাজ করে না। আর প্রতিষ্ঠানগুলোতে যারা কাজ করে তাদেরও বিশেষজ্ঞ জ্ঞান নেই। প্রতিষ্ঠানের নামে তারা বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠে। তিনি বলেন, খাতভিত্তিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের সময় এসব তথাকথিত দাতা সংস্থা তথ্য গোপন করে, তথ্য ম্যানুপুলেট করে। বিশ্বব্যাপী এসব প্রতিষ্ঠানের গ্রহণযোগ্যতা কমে যাচ্ছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। আর্থিক শক্তির বলে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে টিকে আছে। এজন্য আমাদের আগে দরকার তাদের সম্পর্কে যে 'মিথ' সৃষ্টি হয়েছে তা ভাঙ্গা। সরকারকে বুঝতে হবে তারা তাদের সুবিধামতই পরামর্শ দেয়, ভবিষ্যদ্বাণী করে।

বিআইডিএস'র গবেষক ড. জায়েদ বখত বলেছেন, বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ স্থানীয় অবস্থার সীমিত জ্ঞান রাখে। স্থানীয় অর্থনৈতিক শক্তি ও দুর্বলতা সম্পর্কে তাদের জ্ঞান কম। আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে এসব প্রতিষ্ঠান গবেষণা ও বিশ্লেষণ করে। এজন্য তাদের প্রাক্কলন অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঠিক হয় না। তিনি বলেন, তাদের একটা মাইন্ড সেট প্রবলেম রয়েছে। তা হচ্ছে কোন একটা বিষয় কোথাও সফল হলে তারা মনে করে অন্যান্য জায়গায়ও তা সফল হবে। কিন্তু তা হয় না। উদ্দেশ্যমূলকভাবে গবেষণা ও বিশ্লেষণ করে কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, সীমিত জ্ঞানের কারণে এমন হয়, উদ্দেশ্যমূলক করা হয় না। যুক্তি দিতে গিয়ে তিনি বলেন, উদ্দেশ্যমূলক হলে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধির প্রাক্কলন বিশ্বব্যাংকের ঢাকা অফিস ও ওয়াশিংটন অফিসের একইরকম হতো, দুই রকম হতো না।